অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গায়েবানা জনাজা পড়লেন চট্রগ্রামের প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীতে বুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা ও প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের তিন দফা দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় চট্টগ্রামে ভিন্নধর্মী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৭ আগস্ট) মাগরিবের নামাজের পর নগরীর ষোলশহর দুই নম্বর গেইট এলাকায় তারা সরকারের গায়েবানা জানাজা আদায় করেন।

এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে অংশ নেয় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভের শেষপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ সড়কে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজে অংশ নেয়।

চুয়েটের এক শিক্ষার্থী জানান, "আমরা মনে করি অন্তর্বর্তী সরকার এখন কার্যত মৃত। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির মৃত্যু হয়েছে বলেই এ জানাজা পড়েছি।" তিনি আরও বলেন, "শুরুতে আমাদের তিন দফা দাবি ছিল। কিন্তু ঢাকায় শিক্ষার্থীদের রক্ত ঝরার পর এখন তা চার দফায় উন্নীত হয়েছে। পুলিশের হামলার জন্য মাফ চাইতে হবে এবং দায়ীদের বিচার করতে হবে। অন্যথায় লংমার্চ টু যমুনা ঘোষণা দেওয়া হবে।"

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে নগরীর মুরাদপুর, অক্সিজেন, চকবাজার ও মেডিকেল সংযোগ সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। শত শত যানবাহন আটকে পড়ে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

উল্লেখ্য, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে 'প্রকৌশলী' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, তাদের পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডে কেবল স্নাতক প্রকৌশলীদের নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার শাহবাগে পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। লাঠিচার্জে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে এ আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ হয়।